২৩ কোটরি প্রকল্পে ২০ কোটইি গায়বে: ১৬ বছরওে তরৈ হিয়নি সাযদাবাদ-এনাযতেপুর সড়ক

লখেক: প্রকাশক | প্রকাশতি: 06 September 2026, 06:43 AM | বভিাগ: সারাদশে



যান চলাচলরে জন্য খুলে দওেয়ার আগইে পরত্যিক্ত ঘোষণা করা হয়ছে সরিাজগঞ্জরে সাযদাবাদ-এনাযতেপুর ধীরগতরি যানবাহন চলাচলরে সড়কটি নর্িমাণকাজ শষে না হতইে প্রকল্প বাতলি করা এবং ঠকিাদারকে ২০ কোটি টাকা বলি পরশিোধরে ঘটনায স্থানীয বাসন্দিা, পরবিহন মালকি ও চালকদরে মধ্যে তীব্র ক্ষোভরে সৃষ্টি হয়ছে। স্থানীয সড়ক ও জনপথ (সওজ) বভিাগ জানয়িছে, সাবকে সরকাররে ভুল সদ্ধিান্ত ও নকশাগত ত্রুটরি কারণইে প্রকল্পটি ব্যর্থ হয়ছে।

প্রকল্পরে পটভূমি ও দীর্ঘসূত্রতা:

তাঁতশল্পি সমৃদ্ধ সরিাজগঞ্জরে বলেকুচি উপজলো, খাজা এনাযতেপুরী (রহ.) মাজার এবং খাজা ইউনুস আলী মডেকিলে কলজে হাসপাতালে যাতাযাতরে প্রধান মাধ্যম সাযদাবাদ-এনাযতেপুর আঞ্চলকি মহাসড়ক। সড়কটতিে প্রতনিয়িত যানজট নরিসন ও দুর্ঘটনা কমাতে ২০১০ সালে ১৯ কলিোমটিার দীর্ঘ

একটি পার্শ্ব সড়ক (ধীরগতির যানবাহন চলাচলের জন্য) নির্মাণের উদ্যোগ নেয় সড়ক ও জনপথ বিভাগ। ২৩ কোটি টাকা ব্যয়ের এই প্রকল্পটির ভিত্তিপ্রস্তর ২০১১ সালের ৯ এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে স্থাপন করেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

অপচয় ও দখলদারিত্ব:

অভিযোগ উঠেছে, সড়ক নির্মাণের নামে সে সময় রাস্তার পাশের হাজার হাজার গাছ কেটে ফেলা হয় সেই গাছগুলো বিক্রি করে হরিলুট করা হয় কোটি কোটি টাকা। কিন্তু গত ১৬ বছরেও সড়কটির নির্মাণকাজ শেষ করা হয়নি। উল্টো কাজ অসমাপ্ত রেখেই ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে প্রায় ২০ কোটি টাকা বিল প্রদান করা হয়। যে টাকা নিয়ে উধাও হয়ে যায় ঠিকাদার। আনুষ্ঠানিকভাবে উন্মুক্ত করার আগেই সড়কটি পরিত্যক্ত ঘোষণা করায় এখন রাস্তার উভয় পাশের জায়গা অবৈধভাবে দখল করে নিয়েছে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা

সড়কের প্রকল্পের কাজ শেষ না হওয়ায় এবং তদারকি না থাকায় খোদ খাড়াখুড়ি করা রাস্তার ওপর ফেলে রাখা হয়েছে বড় বড় গাছের গুড়ি, ইট, পাথর ও বালু। অনেকে স্থানে গড়ে উঠেছে অস্থায়ী দোকানপাট ও বাজার। বিশেষ করে সড়কের গুরুত্বপূর্ণ চারটি পয়েন্ট—সমশেরপুর, চালা বাজার, মুকুন্দগাতি বাজার ও বেতেলি মোড়ে প্রতিদিন লেগেই থাকে তীব্র যানজট ও প্রতিনিয়ত ঘটছে দুর্ঘটনা।

স্থানীয়দের অভিযোগ, কাজের অগ্রগতি না দেখিয়েই হরিলুট করা হয়েছে সরকারি অর্থ। কাজ না করেই ঠিকাদার কেটে পড়েছেন, অথচ দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে।

জন অসন্তোষ ও আইনি প্রতিক্রিয়া:

প্রকল্পের নামে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতির প্রতিবাদ জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দা ও পরিবহন চালকরা। মানবাধিকার সংগঠন ‘হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড পিস ফর বাংলাদেশ’ সিরাজগঞ্জ ইউনিটের সভাপতি অ্যাডভোকেট মো. শহিদুল ইসলাম জানান, এটি সরকারি অর্থের চরম অপচয় এবং সংশ্লিষ্টদের দুর্নীতির স্পষ্ট প্রমাণ। তিনি এই অনিয়মের সাথে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং দ্রুত সড়কটি চলাচলের উপযোগী করার দাবি জানান।

সওজ কর্তৃপক্ষের বক্তব্য ও নতুন পরিকল্পনা

সিরাজগঞ্জ সড়ক ও জনপথ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী মো. ইমরান ফারহান সুমেল জানান, নকশাগত ভুল ও তৎকালীন সরকারের সিদ্ধান্তহীনতার কারণে ২৩ কোটি টাকার এই প্রকল্পটির পূর্ণ বাস্তবায়ন

সম্ভব হয়নি, তবে ঠিকাদারকে ২০ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে।

তিনি আরও জানান, বর্তমান সংকট নিরসনে সায়দাবাদ থেকে বড়ো পর্যন্ত ৪৫ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি ‘স্ট্যান্ডার্ড টু-লনে’ সড়ক নির্মাণরে নতুন প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সম্ভাব্য ৩৫০ কোটি টাকা ব্যয়রে এই নতুন সড়কটি নির্মিতি হলে যমুনা সতেু পশ্চিম সংযোগ মহাসড়ক থকেে পাবনাগামী যানবাহনগুলো সায়দাবাদ হয়ে প্রায় ২০ কিলোমিটার কম দূরত্বে যাতায়াত করতে পারবে।

© 2026 আপনার নউিজ পোর্টাল। সর্বস্বত্ব সংরক্ষতি।
এই প্রতবিদেনটি আমাদরে ওয়বেসাইট থকেে ডাউনলোড করা হয়ছে।